# মুফাসসির পরিচিতি

**ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন**
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

# মুফাসসির পরিচিতি

**গ্রন্থকার**
**ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন**

**প্রথম সংস্করণ**
রজব ১৪২২, অক্টোবর ২০০১, আশ্বিন ১৪০৮

**দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত)**
২২ আশ্বিন ১৪২৮, ২৮ সফর ১৪৪৩ হি., অক্টোবর ২০২১

**গ্রন্থস্বত্ব**
গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

**প্রকাশনায়**
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স, দোকান নং #৩০২ (তৃতীয় তলা), ৩৮/৩ বাংলাবাজার (বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট), ঢাকা-১১০০

**কম্পোজ**

মো. সাইদুল ইসলাম (সাদু)

**মূল্য**
৪০০.০০ টাকা (চারশত টাকা মাত্র)

**Mufassir Porichity by Professor Dr. Muhammad Belal Hossain Published by BIIT Publications, Shop No#302 (2nd Floor), 38/3 Banglabazar (Books & Computer Complex Market), Dhaka-1100**

**Contacts**

Phone (+88) 01832 969 280, 01766 073 321, 01923 489 165
E-mail: biitpublications@gmail.com

# প্রফেসর ইমেরিটাসের বাণী

আল-কুরআন মানবতার মুক্তি সনদ হিসেবে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার এক অমোঘ নিয়ামাত। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তেইশ বছর নবুয়তী জীবনে বিভিন্ন ঘটনা-পরিক্রমায় এবং প্রয়োজনের তাগিদে আল্লাহ্ তা'আলা রূহুল কুদস্ জিবরাইলের মাধ্যমে যে অহী প্রেরণ করেছেন তার সমষ্টি হলো আল-কুরআন। এটি বিশ্বের জনগোষ্ঠী বিশেষ করে মুসলমানদের জীবন পরিচালনার জন্য প্রধান ও মুখ্য উৎস। বিশ্বের সর্বশেষ ও শ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব হওয়ায় এটি মানব জীবনের সকল উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রশ্নাতীতভাবে আকর হিসেবে স্বীকৃত। পরিবেশ ও পরিস্থিতির বিবেচনায় আল-কুরআনকে জানবার, বুঝবার এবং সম্যকভাবে অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজন পড়ে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের মত এক সুবিন্যস্ত অভিজ্ঞানের যা আরবী পরিভাষায় *তাফসীর* নামে খ্যাত। নবী করীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ছিলেন স্বয়ং আল-কুরআনের প্রথম ও প্রধান তাফসীরকারক। তাঁরই আদর্শ অনুসরণ করে সাহাবীগণ থেকে নিয়ে পরবর্তীকালে অগণিত ব্যক্তিত্ব তাফসীর চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন। ফলে তাফসীর অভিজ্ঞানটি মুসলিম সমাজে বিস্তৃতি লাভ করেছে। এসব নিবেদিত প্রাণ ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা অতীব প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। এতে করে পার্থিব জীবনে কল্যাণের সন্ধান পাওয়ার সাথে সাথে পারলৌকিক জীবনে পরম পরিত্রাণ লাভ করা সম্ভব হবে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অত্যন্ত শ্রম দিয়ে বস্তুনিষ্ঠভাবে *মুফাসসির পরিচিতি* শীর্ষক যে গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছেন তা তথ্যবহুল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। গ্রন্থটিতে ব্যবহৃত বাক্যের শব্দচয়ন ও গাথুনী অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ভাষা সাবলীল ও সুখপাঠ্য। ইতোমধ্যে ড. হোসেন নিজেকে একজন সফল শিক্ষক ও নিষ্ঠাবান গবেষক হিসেবে উপস্থাপিত করতে পেরেছেন বলে আমি মনে করি। আমার স্নেহভাজন ছাত্র হিসেবে তার জ্ঞান চর্চাকে আরো শাণিত করে তুলতে আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করছি। *মুফাসসির পরিচিতি* গ্রন্থটি ছাত্র-ছাত্রী, গবেষক ও সাধারণ বোদ্ধা পাঠকদের প্রভূত উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। ড. হোসেন এরূপ মহৎ কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

**প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়া'কূব আলী**
প্রফেসর ইমেরিটাস
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# ভূমিকা

আল-কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ হিসেবে অবতারিত শেষ ঐশীবাণী। এটি মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ তা'আলার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুকম্পা। এ মহাগ্রন্থে রয়েছে অনির্বাণ পথ-নির্দেশনা। মানবতার জন্য এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, যা এতে আলোচিত হয়নি। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান কোথাও সংক্ষিপ্ত আবার কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে এ মহাগ্রন্থে। এতে উৎকলিত বিষয়বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় সুবিন্যস্ত যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, ছন্দের সাবলীল ও গতিময় সম্মোহনে এবং বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদন ও শব্দাবলীর অপূর্ব দ্যোতনায় পরিব্যাপ্ত, যা কোন পাঠককে অনায়সে বিমোহিত করতে পারে। এর পঠনে উত্থিতি সূর-মূর্চ্ছনা অশান্ত মানব মনে অনাবিল শান্তি বর্ষণ করে। এছাড়া পাঠকের হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে তাকে সম্প্রসারিত করে দেয় বিশ্বময়। বারংবার এর তিলাওয়াতে কখনও পরিশ্রান্ত হয় না মানবাত্মা; বরং এটি অমৃত সুধায় সিক্ত করে বেদনা বিধুর মনকে। মানবাত্মা এর মায়াজালে আবদ্ধ হলে খুঁজে পায় তাঁর উন্নত জীবন ধারার সন্ধান। সত্যিই কী বিস্ময়কর এ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন।

আল-কুরআন আরবী ভাষায় উন্নত বাক-রীতি ও অপূর্ব সৌকর্যে অবতীর্ণ হয়। এ মহাগ্রন্থের আবেদন বিশ্বজনীন হওয়ায় বিশ্ব মানবতার সামনে এর শ্বাশত পয়গামকে পৌঁছে দেয়া নবী করীমের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। তাই তিনি সাহাবীগণকে আল-কুরআনের নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হলেন কুরআনের প্রথম ভাষ্যকার। তাঁর ওফাতের পর কুরআনের তাফসীর চর্চায় দশজন সাহাবী প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় তৎকালে মক্কা, মদীনা, বসরা কূফা ও মিসরে তাফসীর চর্চা কেন্দ্র গড়ে উঠে। পরবর্তীকালে এসব কেন্দ্র থেকে বড় বড় তাফসীর বিশারদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এ সমস্ত তাফসীরকারকের অধিকাংশ-ই ছিলেন তাবি'ঈ ও তাবি'-তাবি'। তাবি'ঈগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত আল-কুরআনের যেমন অগণিত তাফসীর রচিত হয়েছে তেমনি অসংখ্য মুফাসসিরেরও আবির্ভাব ঘটেছে। অনেকেই তাঁদের জীবন চরিত ও তাঁদের রচিত তাফসীর সম্পর্কে সম্যকভাবে পরিজ্ঞাত নন। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হলেও বাংলা ভাষায় এ ধরনের গ্রন্থ অপ্রতুল। ফলে অনেকদিন ধরে বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছেন। তাদের তীব্র প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে আমি গ্রন্থটি রচনার কাজে হাত দেই। আমার একান্ত প্রিয় সহধর্মিণী প্রফেসর ড. সালেহা জেসমিন, ডীন, কৃষি অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং বন্ধু ও ভগ্নিপতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সভাপতি ও প্রফেসর ড. মো. নিজাম উদ্দীন এ গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে যে প্রেরণা যুগিয়েছেন তা সত্যিই চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁদের উৎসাহে কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে দুএক পৃষ্ঠা করে লিখতে লিখতে এটি আজ একটি গ্রন্থের রূপ পরিগ্রহ করল। এজন্য আল্লাহ্‌র অশেষ শুকরিয়া আদায় করছি।

এ গ্রন্থ প্রণয়নে যারা আমাকে সক্রিয় সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. মো: জাহিদুল ইসলামের নাম কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। গ্রন্থটির কম্পিউটার ফাইনাল কম্পোজে আমি যে বিড়ম্বনার শিকার হয়েছিলাম তাতে মনে হচ্ছিল যে, হয়তোবা এটি মুদ্রণ করা সম্ভব হবে না। তিনি অনেক শ্রম ব্যয় করে এর মুদ্রণের কাজ তরান্বিত করেছেন।

আমি এ গ্রন্থে অসংখ্য মুফাসসিরের মধ্যে থেকে খ্যাতনামা কয়েকজন মুফাসসিরকে নির্বাচিত করে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও তাঁদের রচিত তাফসীর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করেছি। আশা করি সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ গ্রন্থ থেকে *তাফসীর ও মুফাসসির* সম্পর্কে প্রাথমিক কিছু জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবেন। আমার এই ক্ষুদ্র কাজে ভুল থাকা স্বাভাবিক। অজ্ঞাত কারণে এতে কম্পোজ ও মুদ্রণজনিত কিছু ভুল রয়ে গেছে। তাই কারো চোখে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে তা দ্বীনী দায়িত্ব ভেবে নিয়ে আমাকে অবহিত করবেন। আগামী সংস্করণে তা ইনশাআল্লাহ্ সংশোধন করা হবে। পরিশেষে আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাফসীরের বিস্তৃত পরিমণ্ডলে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু কবুল করেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

**ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন**
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

# সূচি

ভূমিকা ..... i

প্রথম অধ্যায় : তাফসীর ও তা'বীল পরিচিতি ..... ১

১.১ তাফসীরের পরিচয় ..... ১
১.২ তা'বীলের সংজ্ঞা ..... ৯
১.৩ তাফসীর ও তা'বীলের মধ্যে পার্থক্য ..... ১১
১.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ..... ১৫
১.৫ প্রয়োজনীয়তা ..... ১৬
১.৬ উৎস ..... ২২
১.৭ বিষয়বস্তু ..... ৩৭
১.৮ উপকারিতা ..... ৪৪
১.৯ প্রকারভেদ ..... ৪৫
১.১০ মুফাসসিরের পরিচয় ..... ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : তাফসীরের উৎপত্তি ও বিকাশ ..... ৬২

২.১ উৎপত্তি ..... ৬২
২.২ নবী করীম (ﷺ)-এর যুগে তাফসীর চর্চা ..... ৬৩
২.৩ সাহাবীগণের যুগে তাফসীর চর্চা ..... ৬৭
২.৪ তাবি'ঈগণের যুগে তাফসীর চর্চা ..... ৭০
২.৫ বিকাশধারা ..... ৭৫

তৃতীয় অধ্যায় : *রিওয়ায়া*তভিত্তিক ধারায় তাফসীর চর্চায় খ্যাতনামা মুফাসসিরবৃন্দ ..... ৮০

৩.১ আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস রা. ..... ৮০
৩.১.১ তাফসীর চর্চা ..... ৮২
৩.১.২ ইবনু 'আব্বাসের রা. তাফসীর পর্যালোচনা ..... ৮৬
৩.২ মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত্-তাবারী রহ. ..... ৯১
৩.২.১ *তাফসীর আত্-তাবারী* পর্যালোচনা ..... ১০১
৩.২.২ বৈশিষ্ট্য ..... ১০৩
৩.২.৩ গবেষণাকর্ম ..... ১১৩
৩.৩ ফকীহ আবূল লায়ছ আস-সামারকান্দী রহ. ..... ১১৫

৩.৩.১ *তাফসীর বাহরুল উলূম* পর্যালোচনা.....১১৯

**৩.৪ ইবনু 'আতিয়্যাহ আল-গারনাতী রহ. .....১২৬**

৩.৪.১ *তাফসীরুল মুহাররার আল-ওয়াজীয* গ্রন্থ পর্যালোচনা..... ১২৮

৩.৪.২ বৈশিষ্ট্য..... ১৩০

**৩.৫ হাফিয 'ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর রহ..... ১৩৭**

৩.৫.১ *তাফসীরুল কুরআনিল 'আযীম* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ১৪৫

৩.৫.২ বৈশিষ্ট্য.....১৪৬

**৩.৬ হাফিয জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী রহ. ..... ১৫৫**

৩.৬.১ *তাফসীর আদ্-দুররুল মানছূর* গ্রন্থ পর্যালোচনা .....১৬৩

৩.৬.২ বৈশিষ্ট্য.....১৬৪

**৩.৭ আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযী রহ.....১৬৭**

৩.৭.১ *যাদুল মাসীর* গ্রন্থ পর্যালোচনা..... ১৭০

৩.৭.২ বৈশিষ্ট্য.....১৭১

**৩.৮ হুসাইন ইবনু মাস'ঊদ আল-বাগাভী রহ..... ১৭৭**

৩.৮.১ *মা'আলিমুত তানযীল* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ১৮২

৩.৮.২ বৈশিষ্ট্য..... ১৮৩

**চতুর্থ অধ্যায় : বুদ্ধিবৃত্তিক ধারায় তাফসীর চর্চায় খ্যাতনামা মুফাসসিরবৃন্দ ..... ১৯৩**

**৪.১ ইমাম ফাখরুদ্দীন আর-রাযী রহ. .....১৯৩**

৪.১.১ *তাফসীর আল-কাবীর* গ্রন্থ পর্যালোচনা..... ১৯৮

৪.১.২ বৈশিষ্ট্য.....১৯৯

**৪.২ মাহমূদ ইবনু 'উমার আয্-যামাখশারী রহ. ..... ২০৩**

৪.২.১ *তাফসীর আল-কাশ্শাফ* গ্রন্থ পর্যালোচনা.....২১১

৪.২.২ বৈশিষ্ট্য.....২১৫

**৪.৩ কাযী নাসিরুদ্দীন আল-বায়যাবী রহ..... ২৩০**

৪.৩.১ *তাফসীরুল আল-বায়যাবী* পর্যালোচনা..... ২৩৭

৪.৩.২ বৈশিষ্ট্য..... ২৩৮

**৪.৪ আবূল বারাকাত হাফিযুদ্দীন নাসাফী রহ..... ২৪৮**

৪.৪.১ *তাফসীরুন নাসাফী* গ্রন্থ পর্যালোচনা..... ২৫০

৪.৪.২ বৈশিষ্ট্য..... ২৫০

**৪.৫ ইমাম আবূ সা'ঊদ আল-'ইমাদী রহ. ..... ২৫৪**
৪.৫.১ *তাফসীরু আবী-সা'ঊদ* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ২৫৬
৪.৫.২ বৈশিষ্ট্য ..... ২৫৬
**৪.৬ ইমাম আবূ হায়্যান আল-আন্দালূসী রহ. ..... ২৬২**
৪.৬.১ *আল-বাহরুল মুহীত* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ২৬৭
৪.৬.২ বৈশিষ্ট্য ..... ২৬৭
**৪.৭ শিহাবুদ্দীন মাহমূদ ইবনু 'আব্দিল্লাহ আল-আলূসী রহ. ..... ২৭৩**
৪.৭.১ *তাফসীর রূহুল মা'আনী* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ২৭৫
৪.৭.২ বৈশিষ্ট্য ..... ২৭৬
**৪.৮ 'আলাউদ্দীন 'আলী ইবন মুহাম্মাদ আল-খাযিন রহ. ..... ২৮২**
৪.৮.১ *তাফসীরুল খাযিন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ২৮৫
৪.৮.২ বৈশিষ্ট্য ..... ২৮৫

**পঞ্চম অধ্যায় : ফিকহী ভাবধারায় তাফসীর চর্চায় খ্যাতনামা মুফাসসিরবৃন্দ ..... ২৯২**

**৫.১ আহকামের আলোকে তাফসীর রচনার পটভূমি ..... ২৯২**
**৫.২ ইমাম আবূ বকর আল-জাস্‌সাস রহ. ..... ২৯৫**
৫.২.১ *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ২৯৬
৫.২.২ বৈশিষ্ট্য ..... ২৯৭
**৫.৩ ইমাম আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আল-কুরতুবী রহ. ..... ৩০৪**
৫.৩.১ *আল জামি' লি আহকামিল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩০৯
৫.৩.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩১০
**৫.৪ শায়খ আহমাদ মোল্লাজীউন রহ. ..... ৩১৯**
৫.৪.১ *আত্-তাফসীরাতুল আহমাদিয়্যাহ* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩২১
**৫.৫ আবূল হাসান ইলকিয়া আল-হাররাসী রহ. ..... ৩২৬**
৫.৫.১ *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩২৮
৫.৫.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩২৮
**৫.৬ কাযী আবূ বকর ইবনুল 'আরাবী রহ. ..... ৩৩১**
৫.৬.১ *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৩৪
৫.৬.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৩৪
**৫.৭ প্রফেসর মুহাম্মাদ 'আলী আস্-সাবূনী ..... ৩৩৭**
৫.৭.১ *রাওয়াই' উল বায়ান* তাফসীর গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৩৮

৫.৭.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৩৮

**৫.৮ প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ 'আলী আস-সায়িস রহ. ..... ৩৪৪**

৫.৮.১ *তাফসীরু আয়াতিল আহকাম* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৪৫

**৫.৯ শায়খ যাফর আহমাদ আল-'উসমানী রহ. ..... ৩৫৪**

৫.৯.১ *আহকামুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৫৬

৫.৯.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৫৭

**ষষ্ঠ অধ্যায় : ভাষাতত্ত্বের আলোকে তাফসীর চর্চায় খ্যাতনামা মুফাসসিরবৃন্দ ..... ৩৬০**

**৬.১ ভাষাতত্ত্বের আলোকে তাফসীর চর্চার ধারা ..... ৩৬০**

**৬.২ আবূ যাকারিয়্যা আল-ফাররা রহ. ..... ৩৬৪**

৬.২.১ *মা'আনিল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৬৭

৬.২.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৭০

**৬.৩ আবূ ইসহাক আয্-যাজ্জায রহ. ..... ৩৭৬**

৬.৩.১ *মা'আনিল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৮০

৬.৩.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৮০

**৬.৪ আবূ 'উবায়দাহ্ মা'মার ইবনুল মুছান্না রহ. ..... ৩৮৪**

৬.৪.১ *মাজাযুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৮৭

৬.৪.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৮৮

**৬.৫ শায়খ মুহাম্মাদ 'আলী ত্বাহা আদ-দুররাহ্ রহ. ..... ৩৯২**

৬.৫.১ *ই'রাবুল কুরআন ও বায়ানুহূ* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৩৯৫

৬.৫.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৩৯৬

**৬.৬ শায়খ মুহীউদ্দীন দারবীশ রহ. ..... ৪০২**

৬.৬.১ *ই'রাবুল কুরআন ও বায়ানুহূ* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪০৩

**সপ্তম অধ্যায় : আধুনিক যুগে খ্যাতনামা মুফাসসিরবৃন্দ ..... ৪১০**

**৭.১ আধুনিক যুগে তাফসীর চর্চা ..... ৪১০**

**৭.২ সাইয়েদ মুহাম্মাদ রশীদ রিযা রহ. ..... ৪১২**

৭.২.১ *তাফসীরুল মানার* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪১৫

৭.২.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪১৬

**৭.৩ সাইয়েদ কুতুব শহীদ রহ. ..... ৪২২**

৭.৩.১ *ফী যিলালিল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪২৭

**৭.৪ শায়খ আহমাদ ইবনু মুস্তাফা আল-মারাগী রহ. ..... ৪৩৫**

৭.৪.১ *তাফসীরুল-মারাগী* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪৩৭

৭.৪.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪৩৭

**৭.৫ শায়খ হাসনায়ন ইবনু মুহাম্মাদ আল-আদাবী আল-মালিকী রহ. ..... ৪৪২**

৭.৫.১ *সাফওয়াতুল বায়ান লি মা'আনিল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪৪৫

৭.৫.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪৪৬

**৭.৬ মুহাম্মাদ আমীন আশ-শানকীতী রহ. ..... ৪৫২**

৭.৬.১ *আদওয়াউল বায়ান* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪৫৭

৭.৬.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪৫৭

**৭.৭ মুহাম্মাদ 'আলী আস-সাবূনী ..... ৪৬২**

৭.৭.১ *সাফ্ওয়াতুত্ তাফাসীর* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪৬৭

৭.৭.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪৬৯

**অষ্টম অধ্যায় : উপমহাদেশে তাফসীর চর্চায় খ্যাতনামা মুফাসসিরবৃন্দ ..... ৪৭৬**

**৮.১ কাযী ছানাউল্লাহ পানীপথী রহ. ..... ৪৭৮**

৮.১.১ *আত-তাফসীরুল মাযহারী* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪৭৯

৮.১.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪৮০

**৮.২ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ. ..... ৪৮৯**

৮.২.১ *তাফহীমুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৪৯৩

৮.২.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৪৯৪

**৮.৩ মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. ..... ৪৯৮**

৮.৩.১ *তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৫০০

**৮.৪ হাকীমুল উম্মাহ্ মাওলানা আশরাফ 'আলী থানূভী রহ. ..... ৫০৯**

৮.৪.১ *বায়ানুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৫১৬

৮.৪.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৫১৭

**৮.৫ মাওলানা আবূল কালাম আজাদ রহ. ..... ৫২১**

৮.৫.১ *তরজুমানুল কুরআন* গ্রন্থ পর্যালোচনা ..... ৫২৩

৮.৫.২ বৈশিষ্ট্য ..... ৫২৫

**গ্রন্থপঞ্জি ..... ৫৩০**

# প্রথম অধ্যায়
# তাফসীর ও তা'বীল পরিচিতি

আল-কুরআন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হিসেবে অবতীর্ণ হয়। এ মহাগ্রন্থ অনুধাবন ও অনুশীলন করার মাধ্যমে এর নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা প্রত্যেক মানুষের জন্য অপরিহার্য। শুধু ভাষা জ্ঞানের মাধ্যমে এ মহাগ্রন্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, বিষয়বস্তু ও মূল শিক্ষা বুঝতে হলে সে মহামানবকে জানতে হবে যাঁর উপর এটি অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি আল্লাহ্‌র বাণীকে যে অর্থে বুঝেছিলেন এবং তাঁর মুখ নিঃসৃত বাণী ও কর্ম দ্বারা এ মহাগ্রন্থের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা-ই একমাত্র সঠিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা। কেননা সম্পূর্ণ কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্রের বাস্তব নমুনা। সুতরাং আল-কুরআনের বিস্তারিত বিষয়ে জ্ঞান লাভের জন্য যে অভিজ্ঞানে এ মহাগ্রন্থের সঠিক ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে সাধারণভাবে তাকে *তাফসীর* হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। নিম্নে এ অভিজ্ঞানের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করা হলো।

## ১.১ তাফসীরের পরিচয়

আরবী ভাষায় তাফসীর (تفسير) শব্দটি باب تفعيل -এর মাসদার, যা فسر শব্দ থেকে নিষ্পন্ন। এর আভিধানিক অর্থ হলো, উন্মোচন করা এবং বোধগম্য অর্থ প্রকাশ করা। এটি বিশদ ব্যাখ্যা অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে।[১] যেমন আল্লাহ্‌র বাণী:[২] ﴿وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا﴾ "তারা আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা উপস্থিত করে না, যার সঠিক সমাধান, সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।" আয়াতটিতে *তাফসীর* শব্দটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া এটি সুস্পষ্ট বিবরণ, পর্দা উন্মোচন, অস্পষ্ট জিনিসকে প্রকাশ এবং প্রসারিত করা অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৩] ইবনু মানযূর আল-ইফরীকী[৪] বলেন, শব্দটি **سفر** শব্দের পরিবর্তিত রূপ। আরবী অভিধানে **سفر** ও **فسر**

---

১ ইবনু মানযূর আল-ইফরীকী, *লিসানুল 'আরব*, ৫ম খণ্ড (বৈরূত: দারু সাদির, তা.বি.), পৃ. ৫৫, মুহাম্মাদ মুরতাদা আয-যুবায়দী, *তাজুল 'আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামূস*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০৬ খ্রি.), পৃ. ৪৭০; ড. মুহাম্মাদ হুসায়ন 'আলী আস-সাগীর, *আল-মাবাদিউল আম্মাহ্‌ লি তাফসীরিল কুরআন* (বৈরূত: দার আল-মুওয়াররিখ আল-'আরাবী, ২০০০ খ্রি./১৪২০ হি.), পৃ. ১৫; মান্না' আল-কাত্তান, *মাবাহিছ ফী 'উলূমিল কুরআন* (রিয়াদ: মাকতাবাতুল মা'আরিফ, ২০০০ খ্রি./১৪২১ হি.), পৃ. ৩৩৪।

২ সূরাহ্‌ আল-ফুরকান: ৩৩।

৩ *লিসানুল 'আরব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৪ **আল-ইফরীকী:** তাঁর পুরো নাম হলো, *মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী ইবনু আহমাদ ইবনু আবিল হাশিম ইবনু মানযূর আল-ইফরীকী আল-মিসরী*। তিনি ৬৩০ হিজরীতে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সাহিত্যিক, অভিধানবেত্তা ও কবি। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা হলো, *লিসানুল 'আরব*, *মুখতাসার তারীখিদ দিমাশক*, *আখবার আবি নুয়াস* ইত্যাদি। তিনি ৭১১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. জালালূদ্দীন আস-সুয়ূতী, *বুগইয়াতুল ওয়া'আত*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: আল-মাকতাবা আল-'আসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ২৪৮; ইসমা'ঈল পাশা আল-বাগদাদী, *ইযাহুল মাকনূন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর আল-'আরাবী, ১৯৮২ খ্রি.), পৃ. ২৮১; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বলী, *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), পৃ. ২৫-২৭; খায়রুদ্দীন আয-যিরাকলা, *আল-আ'লাম*, ৭ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল 'ইলম লিল

শব্দ দু'টি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[৫] **سفر** শব্দটি গোপনীয় ও অস্পষ্ট বস্তুকে সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান করে তোলা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং **فسر** শব্দটি কোন বোধগম্য অর্থ উদ্ভাবন করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন বলা হয় **اَسْفَرَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ وَجْهِهَا** (মহিলাটি তার মুখমণ্ডল থেকে পর্দা উন্মোচন করল)। আবার **سفر**-এর অর্থ হলো, কোন বস্তু অপর কোন বস্তু থেকে পৃথক করা ও পর্দা উন্মোচন করা।[৬] যেমন আল্লাহ্‌র বাণী,[৭] ﴿وَالصُّبْحِ اِذَا اَسْفَرَ﴾ 'শপথ প্রভাতকালের যখন তা আলোকোদ্ভাসিত হয়'। অনুরূপভাবে নবী করীমের (ﷺ) বাণী,[৮] **اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلأَجْرِ** 'তোমরা ফজরের সালাত অন্ধকার দূরীভূত হলে আদায় কর। এতে রয়েছে বড় সাওয়াব।' উক্ত আয়াত ও হাদীসটিতে **سفر** শব্দটি পর্দা উন্মোচন করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে আয়াত ও হাদীসে উল্লিখিত **سفر** শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যখন রাতের শেষাংশের অন্ধকার উন্মোচিত হয় তখনই ফজরের সূচনা হয়।

*তাফসীর* মূলত আরবী অভিধানে দু'টি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভাব-বিশ্লেষণ, খ. বোধগম্য অর্থ বিশ্লেষণ। এ দু'টি অর্থের মধ্যে *তাফসীর* অপেক্ষাকৃত প্রথম অর্থে বেশি ব্যবহৃত হয়।[৯]

কেউ কেউ বলেন, *তাফসীর* শব্দটি **فسر** ও **تفسرة** শব্দদু'টি থেকে গৃহীত হয়েছে। **تفسرة** এমন জিনিসকে বলা হয়, যার ভিত্তিতে ডাক্তার রোগ নির্ণয় করে থাকেন।[১০] এজন্যই বিখ্যাত অভিধানবেত্তা ইবনু ফারিস[১১] বলেন, এটি **فَسَّرَ الطَّبِيْبُ لِلْمَاءِ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهِ** (ডাক্তার পানি গবেষণা করে রোগ উন্মোচন করল) থেকে উৎকলিত। শব্দটি **فسر** থেকে নিষ্পন্ন

---

মালাই'ঈন, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ১০৮; ইবনু তাগরী বারদী, *আন-নুজূমুয যাহিরাহ*, ১১শ খণ্ড (বৈরূত: দারুল কলম, তা.বি.), পৃ. ১০৮-১০৯।

৫ *লিসানুল আ'রাব*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৫।

৬ ড. আরসার চাপরী, *মুকাদ্দামাতান ফী 'উলূমিল কুরআন* (বাগদাদ: মাতবায়াতুস সুন্নাহ আল-মুহাম্মাদিয়্যাহ, ১৯৫৪ খ্রি.), পৃ. ১৭২।

৭ সূরাহ্ আল-মুদ্দাছছির: ৩৪।

৮ ইমাম তিরমিযী, *আস-সুনান*, ১ম খণ্ড (দেওবন্দ: সালমা বুক ডিপো, তা.বি.), পৃ. ৪০।

৯ ড. হুসায়ন আয-যাহাবী, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল ইউসুফ, ২০০০ খ্রি./ ১৪২১ হি.), পৃ. ২৩।

১০ *মুকাদ্দামাতান ফী 'উলূমিল কুরআন*, পৃ. ১৭৩; *আত্-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩।

১১ **ইবনু ফারিস:** তাঁর পুরো নাম ও বংশক্রম হলো, *আবূল হাসান আহমাদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়া ইবন হাবীব আল-হামাদানী*। তিনি ৩০৬ হিজরীতে ইরানের হামাদান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় যুগের একজন খ্যাতনামা অভিধানবেত্তা ও সুসাহিত্যিক। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ *মু'জামু মাকাঈস আল-লুগাহ*, *আখলাকুন নাবী (সা.)*, *ইখতিলাফুন নাহূঈইন*, *আল-আমালী*, *জামি'উত তা'বীল* ইত্যাদি। তিনি রায়ে মৃত্যুবরণ করেন। দ্র. ইয়াকূত আল-হামাভী, *মু'জামুল উদাবা*, ৪র্থ খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-'আরবী, তা.বি.), পৃ. ৮০-৯৮; শামসুদ্দীন আহমাদ ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ফী আবনায়ি আম্বায়িয যামান*, ১ম খণ্ড (মিসর: মাতবা'আতুন নাহাদাহ আল-মিসরিয়্যাহ, তা.বি.), পৃ. ৬১-৬২; জামালুদ্দীন আল কিফতী, *ইম্বাহুর রুওয়াত*, ১ম খণ্ড (কায়রো: মাতবা'আতুল মিসরিয়্যাহ, ১৯৫০ খ্রি.), পৃ. ৯২-৯৫; ইবনুল 'ইমাদ আল-হাম্বালী, *শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারি মান যাহাব*, ৩য় খণ্ড, (কায়রো: মাকতাবাতুল কুদসী, ১৩৫০ হি.), পৃ. ১৩২১-১৩৩; জুরজী যায়দান, *তারিখু আদাবিল লুগাতিল 'আরাবিয়্যাহ*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৬১৯-৬২০।

হওয়ার কারণ হলো, ডাক্তার যেহেতু কোন রোগীর রোগ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর রোগের পর্দা উন্মোচন করে থাকেন; তদ্রূপ মুফাসসির শানে-নুযূল ও আয়াত সংশ্লিষ্ট ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে আয়াতকে সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করে তোলেন।[১২] উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের রচনা, অনুবাদ ও সম্পাদনার যুগে অনূদিত গ্রীক সাহিত্যের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাফসীর শব্দটি প্রয়োগ করা হতো। পরবর্তীকালে কাব্যের ব্যাখ্যার উপরও শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়। আমরা সাধারণত আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাবলী যেমন আশ্-শাজারী অথবা শরীফ আল-মুরতাদার আল-'আমালী গ্রন্থে তাফসীর শব্দের প্রয়োগ দেখে থাকি। পরবর্তীকালে সময়ের বিবর্তনে শব্দটি আল-কুরআনের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হয় এবং স্বতন্ত্র একটি পরিভাষার রূপ পরিগ্রহ করে।[১৩]

মুফাসসিরগণ তাফসীরের পারিভাষিক অর্থ বর্ণনায় বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ে খ্যাতনামা মুফাসসিরগণের উক্তি তুলে ধরা হলো:

১. ড. হুসায়ন আয-যাহাবীর[১৪] মতে,

**التفسير هو بيان كلام الله أو أنه المبين لألفاظ القرآن الكريم ومفهوماتها**

"তাফসীর হলো আল্লাহ্র কালামের ব্যাখ্যা অথবা আল-কুরআনের শব্দাবলী ও ভাবসমূহ সুস্পষ্ট বর্ণনাকারী।"[১৫]

২. শায়খ আবূ জা'ফর আত-তূশীর[১৬] মতে,

**إن التفسير هو علم معاني القرآن ،وفنون أغراضه من القرأءة ، والمعاني ، والإعراب ،**

---

১২ আবূল ফারাজ আয-যুবায়দী, *তাজুল 'আরূস*, ৩য় খণ্ড (মিসর: দারু ইহইয়াইত তুরাছ আল-'আরাবী, ১৩০৬ হি.), পৃ. ৪৭০।

১৩ প্রফেসর রশীদ আহমাদ জালন্ধরী, *তাফসীর সাহিত্য ও সাহিত্যিক*, অনুবাদ: ড. আব্দুল ওয়াহিদ (ঢাকা: বিআইআইটি, ২০০৪ খ্রি.), পৃ. ১৭; এ প্রসঙ্গে *এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকায়* বলা হয়েছে, Tasir (Arabic 'Explanation exegeris) The science of explanation of the Qur'ān, the sacred scripture of Islam, or of Qur'ānic commentary. So long as Muhammad, the Prophet of Islam, was alive, no other authority for interpretations of the Qur'ānic revelations was recognized by Muslims. Cf. Encyclopedia of Britinnica, Article *Ilm al Tafsir*; আরবী ভাষায় অনেক সময় বিজ্ঞান ও দর্শন শাস্ত্র সম্পর্কিত গ্রন্থের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। যেমন এরিস্টলের গ্রন্থাবলীর গ্রীক ও আরবী ভাষ্যসমূহের ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন *Encyclopedia of Islam* গ্রন্থে বলা হয়েছে, It is regularly applied tafsir to the Greek and Arabic commentaries on Aristotle. Cf. *Encyclopedia of Islam*, Vol. II (Liden: Carra Devoux), p. 496.

১৪ **যাহাবী:** তিনি ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে মিসরের *কাফরুশ শেখে* জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শরী'আহ অনুষদভুক্ত তাফসীর বিভাগের একজন খ্যাতিমান প্রফেসর। তিনি ১৯৬৮ সালে কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের *ভিজিটিং প্রফেসর* ছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি পুনরায় আযহারে ফিরে আসেন এবং *উসূলূদ দ্বীন* অনুষদের ডীন নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৭৫ সালে মিসর সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন, আল-ওয়াহী ওয়াল কুরআনুল কারীম আল-ইসরাঈলিয়া ফীত তাফসীর, 'ইনায়াতুল মুসলিমীন বিস-সুন্নাহ্, আন্-নাবাবিয়্যাহ* ইত্যাদি। ১৯৭৭ সালে তিনি *আত-তাকফীর ওয়াল হিজরাহ্* দলের সদস্য দ্বারা শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. *আরবী উইকিপিডিয়া*, হুসায়ন যাহাবী নিবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৫ *আত-তাফসীর ওয়াল মুফাসসিরূন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬।

১৬ **আত-তূশী:** তাঁর পুরো নাম হলো, *আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবন আত-তূশী*। তিনি ছিলেন *শী'আ মুতাকাল্লিম, মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ*। তিনি ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে খুরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০৫৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো, *আত-তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, তামহিদুল উসূল, তাহযীবুল আহকাম, আল-গীবাত, আল-মাবসূত, মিসবাহুল মুতাহাজ্জিদ* ইত্যাদি। দ্র. শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ২৪শ খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৫৫।

**والكلام على المتشابه ، والجواب عن مطاعن الملحدين فيه**

''আল-কুরআনের অর্থ, এর পঠনের উদ্দেশ্য, *ই'রাব মুতাশাবিহ* আয়াত সম্পর্কিত আলোচনা এবং এ বিষয়ে *মুলহিদদের* সমালোচনার জবাব নিয়ে যে বিদ্যা আলোচনা করে তাকে তাফসীর বলা হয়।"[১৭]

৩. ইমাম বদরুদ্দীন আয-যারকাশীর[১৮] মতে,

**هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها، والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيتها، ومحكمها ومتشابهها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامتها ومطلقها و مقيدها، و مجملها و مفسرها.**

"যে শাস্ত্রের মাধ্যমে আল-কুরআনের আয়াত ও সূরাহ্ অবতীর্ণের অবস্থা, সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ, অবতীর্ণের কারণসমূহ, এর *মাক্কী*, *মাদানী*, *মুহকাম*, *মুতাশাবিহ*, *নাসিখ*, *মানসূখ*, *খাস*, *'আম*, *মুতলাক*, *মুকায়্যিদ*, *মুজমাল* ও *মুফাসসার* সম্পর্কে সম্যকভাবে জ্ঞাত হওয়া যায় তাকে *তাফসীর* বলা হয়।"[১৯]

৪. হাফিয জালালূদ্দীন আস-সুয়ূতী[২০] জনৈক মুফাসসির থেকে তাফসীর সম্পর্কিত একটি সংজ্ঞা নকল করে বলেছেন,

**هو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم، من حيث دلالته على مراد الله تعالى، بقدر الطاقة البشرية**

"তাফসীর এমন এক অভিজ্ঞানের নাম, যা মানুষের সাধ্যানুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন অবস্থা ও এর আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করে।"[২১]

---

[১৭] আবূ জা'ফর আত-তূশী, *আত-তিবইয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন*, ১ম খণ্ড (নাজাফ: আল-মাতবা'আতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৫৮ খ্রি.), পৃ. ১-২।

[১৮] **আয-যারকাশী:** তাঁর পুরো নাম হলো, *মুহাম্মাদ ইবন বাহাদুর ইবন 'আব্দিল্লাহ আল-মিসরী আয-যারকাশী*। তিনি ৭৪৫ হিজরীতে কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধিক ফকীহ, মুহাদ্দিস ও উসূলবিদ। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো, *আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন*, *আল-বাহরুল মুহীত*, *আত-তাযকিরা ফী আহাদীসিল মুতাহারাত*, *তাকমিলাতু শারহিল মিনহাজ* ইত্যাদি। তিনি ৭৮৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *শাযারাতুয যাহাব*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৫৫; 'উমার রিযা কাহ্হালা, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ৩য় খণ্ড (বৈরূত: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ১৭৪-১৭৫; *হাদিয়াতুল 'আরিফীন*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

[১৯] আয-যারকাশী, *আল-বুরহান ফী 'উলূমিল কুরআন*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল ফিকর, ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ১৬৩-১৬৪।

[২০] **আস-সুয়ূতী:** তাঁর পুরো নাম, *আবূল ফযল 'আব্দুর রহমান জালালুদ্দীন আবূ বকর ইবন মুহাম্মাদ আস-সুয়ূতী*। মিসরের বিখ্যাত সা'ঈদ জেলার নীলনদের পশ্চিম তীরবর্তী *আসীয়ূত* নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করায় তাঁকে *সুয়ূতী* নামে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মামলূক শাসনামলে ৮৪৯ হিজরী মোতাবেক ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে রজব মাসে রবিবার এক দ্বীনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাবলী হলো, *তাফসীরুল জালালাইন*, *আল-ইতকান ফী 'উলূমিল কুরআন*, *আদ-দুররুল মানছূর ফীত তাফসীর বিল মা'ছূর*, *লুবাবুন নুকূল ফী আসবাবিন নুযূল*, *আল-ইকলীল ফী ইস্তিমবাতিত তানযীল* ইত্যাদি। তিনি ৯১১ হিজরী মোতাবেক ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে ১৯ জুমাদাল উলা শুক্রবার রাত্রিতে এখানেই ইন্তিকাল করেন। দ্র. *ই'জাযুল কুরআন বায়নাল ইমামিস সুয়ূতী ওয়াল 'উলামা*, পৃ. ২১৯; *শাযারাতুয যাহাব*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৫; *দায়িরাতুল মা'আরিফ (উর্দূ)*, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৭; কার্ল ব্রকেলম্যান, *তারীখুল আদাব আল-'আরাবী*, ২য় খণ্ড (কায়রো: দারুল মা'আরিফ, তা.বি.), পৃ. ১৪৩; হাফিয জালালূদ্দীন আস-সুয়ূতী, *লুববুল লুবাব*, ১ম খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮ খ্রি.), পৃ. ৭-১৬।

[২১] আস-সুয়ূতী, *আত তাহবীর ফী 'ইলমিত তাফসীর* (বৈরূত: দারুল কুতুব আল-'ইলমিয়্যাহ, ২০০৩ খ্রি.), পৃ. ৩৭।